Macaw - ম্যাকাও

By Tanvir Hussain on Wednesday, January 13, 2016 at 5:50pm

লেখক - Shanjid Islam Sharod

পাখিটা সম্পর্কে কমবেশি কৌতূহল আমাদের সকলেরই আছে, বিশেষ করে প্রাইজ টা নিয়ে ! অথচ এদের সম্পর্কে আমরা অনেকেই তেমন কিছুই জানি না ! আমি যে খুব জানি তা নয়, তবে আর ১০ টা পাখিপ্রেমীর মতো আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতেও ম্যাকাও আছে । আর এজন্যই কিছুটা রিসার্চ এখন থেকেই শুরু করেছি । যেটুকু জানতে পেরেছি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, প্রাইজ সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা দেওয়ারও চেষ্টা করবো। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে।

১। জাত : পৃথিবীতে ম্যাকাও আছে মূলত ১৯ প্রজাতির । আকার অনুসারে এদেরকে ২ ভাগে ভাগ করা হয় - লার্জ (বড়) ম্যাকাও এবং মিনি (ছোট) ম্যাকাও। লার্জ ম্যাকাও এর মধ্যে হাইয়াসিন্থ, ব্লু গোল্ড, গ্রিন উইং, স্কারলেট, মিলিটারি ইত্যাদি এবং মিনি ম্যাকাও এর মধ্যে হাঙ্কস, ইয়েলো কলার্ড, ইল্লিগার্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি প্রজাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণণা দিলাম :- #হাইয়াসিন্থ ম্যাকাও : ম্যাকাও পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্য হলো এরা। আকারে প্রায় ৩৫ থেকে ৪৫ ইন্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজন ১২০০ থেকে ১৭০০ গ্রাম পর্যন্ত। সারা দেহ চকচকে নীল এবং ঠোট টা বড় ও কালো। ঠোটের দুই পাশে দুইটা হলুদ দাগ থাকে। দামটা শোনার আগে একবার বড় করে নি:শ্বাস নিন ! ১৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা !! #ব্লু গোল্ড ম্যাকাও : সচরাচর এদেরকেই আমরা বেশি পরিমাণে দেখি। পিঠের রং চকচকে নীল, বুকে গাড়ো হলুদ, চোয়ালে একটা মোটা কালো দাগ। আকারে ৩০ ইন্চির মতো এবং ওজন ৮০০-১২০০ গ্রাম। প্রতিটি ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজারে বিক্রি হচ্ছে। #গ্রিন উইং : এদের গঠন ও দাম ব্লু গোল্ডের মতই। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন ডানায় সবুজ রঙ আছে। ডানার শেষের দিকে এবং লেজে কিছুটা নীল রঙ বাদে পুরো দেহটাই টকটকে লাল। এদের ঠোট হয় সাদা রঙ এর। #স্কারলেট ম্যাকাও : এদের রঙ অনেকটা গ্রিন উইং এর মতো, তবে ডানায় সবুজের বদলে পরপর ৩ টি স্তরে লাল, হলুদ এবং নীল রঙ থাকে। দাম ২ থেকে ৩ লাখের মধ্যে। #হাঙ্কস ম্যাকাও : একে ম্যাকাও পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য হিসেবে ধরা হয়। লম্বায় মাত্র ১০ থেকে ১২ ইন্চি এবং ওজন ১২০ থেকে ১৮০ গ্রাম। পুরো শরীর গাড় সবুজ, ঘাড়ে একটা লাল দাগ এবং ঠোট টা কালো। দাম ৩-৬ লাখের মধ্যে।

২। ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ : এটি একমাত্র DNA টেস্টের মাধ্যমেই নির্ভুল ভাবে করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পাখির রক্ত, পালক অথবা লালা ব্যবহার করা হয়।

৩। আবাসস্থল : উত্তর আমেরিকা কে ম্যাকাও এর ঘাটি হিসেবে ধরা হয়। বিশেষ করে পেরু, ব্রাজিল, মেক্সিকো এই দেশ গুলো। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অন্চল এবং ক্যারিবীয় অন্চল সমূহে প্রচুর পরিমাণে ম্যাকাও দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই কমবেশি বিরাজমান।
৪। খাবার-দাবার : ম্যাকাও এর সবচেয়ে প্রিয় খাবার হলো "ব্রাজিল নাট"। এটা ব্রাজিলে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। এটা অনেকটা বড় কমলালেবুর মতো গোলাকৃতির ফল, এর ভেতরে ছোট ছোট আরও ৩-৪ টি দানা থাকে। এগুলোই পাখিরা খায়। এদের প্রতিদিনের ডায়েটের মাত্র ১০%-২০% হল বীজ জাতীয় খাবার, বাকি সবই শাকসবজি এবং ফলমূল।
৫। ব্রিডিং : ম্যাকাও সাধারণত জন্মের ৩ বছর পর প্রজননক্ষম হয়। বছরে ১ থেকে ২ বার ২ থেকে ৬ টি করে সাদা রঙ এর ডিম পাড়ে। বাসা বাধে কোনো উচু গাছের মগডালে। ছেলে মেয়ে উভয়ই তা দেয়। ২৬ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। খাওয়া শিখতে প্রায় ৩ থেকে সাড়ে ৩ মাস পর্যন্ত সময় লাগে।
৬। আয়ুষ্কাল : বনে এরা সাধারণত ৫০ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। খাঁচায় পর্যাপ্ত জায়গা দিলে এবং নিয়মিত শাকসবজি খেতে দিলে ৮০ থেকে ৯০ বছর পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব।
৭। পোষা পাখি হিসেবে ম্যাকাও : পোষা পাখি হিসেবে ম্যাকাও এর কোনো তুলনা হয় না। গান, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি সবকিছু এরা বলতে পারে। এদের মেধাশক্তি খুবই প্রখর এবং এবং নতুন কিছু শেখাতে চাইলে দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে। তবে এদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, নাহলে বিরক্তিকর কার্যকলাপেও এদের জুড়ি নেই !
৮। বাংলাদেশে ম্যাকাও : বাংলাদেশে ম্যাকাও এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । আমার জানামতে এখনও পর্যন্ত ২ জন ব্যাক্তি সফল ভাবে ম্যাকাও এর ব্রিডিং করাতে পেরেছেন। একজন ডা: মোহাম্মদ ওয়াদুদ সাহেব, যিনি সম্প্রতি ১ জোড়া ম্যাকাও থেকে ৭ টি বাচ্চা ফুটিয়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন এবং অপরজন আমাদের প্রিয় সাহেদুল হক পিন্টু ভাই । এছাড়া ম্যাকাও এর আমদানীর হারও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এদের দাম একটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে।